আনন্দরাম বড়ুয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, ইংরেজের প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ পদস্থ হইয়াছিলেন ; সাহাবমহলে আনন্দরামের সুখ্যাতি ও সম্মান ছিল ; সিবিলীয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া তৎসংশ্লিষ্ট গুরুতর ও মহাদায়ীত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সকল, সহস্র সমালোচক ও শত্রুদিগের চক্ষের উপর, সম্ভ্রম ও সুযশের সহিত তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন, এ সমস্তই অবশ্য আমাদের গৌরবের বিষয় আর এই সমস্ত কার্য্য অতি অল্পকালের মধ্যে সুসম্পন্ন করিয়া, আনন্দরাম অল্প বয়সে কৃতীত্ব লাভ করিয়াছিলন ইহা তাঁহার প্রতিভা ও পরিশ্রমের পরিচায়ক। কিন্তু এই সকল গুণের জন্য,—এ সকল গুণ মহদ্‌গুণ হইলেও, তাহার জন্য আমরা আনন্দরামের কথা উত্থাপন করি নাই। আমরা আনন্দরামের কথা উত্থাপন করিয়াছি এই জন্য যে, এত বহ্বারম্ভ ও বাহাড়ম্বরের মধ্যে, এত পরীক্ষা ও প্রতিযোগীতার মধ্যেও আনন্দরাম প্রকৃত পণ্ডিত হইয়াছিলেন ;—এই বাক্য বাহাদুরীর অন্তঃসারশূন্য আওয়াজের দিনে, তিনি বিদ্যোন্নতির জন্য নিঃশব্দে অতি প্রভূত পরিশ্রম করিতেন। আমরা আনন্দরামের কথা উত্থাপন করিয়াছি এই জন্য যে আনন্দরামে আড়ম্বর ছিল না, "আসল ইস্‌পাত" ছিল ; এজলাসের অগণিত 'আদব্‌ কায়দা'র ও 'সেরেষ্টার' অতলস্পর্শ কূপ মধ্যে অনবরত পতিত থাকিয়াও আনন্দরাম বড়ুয়া সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, স্বদেশীয় সাহিত্যের সেবক ছিলেন,—সংস্কৃত সাহিত্যের অত্যন্ত অনুগত উপাসক ছিলেন। এই কারণেই বলা বাহুল্য, আনন্দরামের এতাধিক উল্লেখ করিয়াছি। তিনি অকালে, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন, কাজেই স্বোপার্জ্জিত সাহিত্যসম্পদ তত অধিক রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু সামান্য যাহা কিঞ্চিৎ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার শক্তির পরিমাণ ও পরিশ্রমের প্রভূততা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে গৌহাটী নগরে আনন্দরাম বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গর্গরাম বড়ুয়া ও দুর্লভীদেবীর পুত্র। ১৮৬৯ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ পাস করিয়া 'সিবিল সার্বিস' পরীক্ষা প্রদানার্থে আনন্দরাম ইংলণ্ডে গমন করেন ও রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। আনন্দরাম দ্বাদশ (১৬) বৎসর কাল মহা সম্মানের সহিত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরলোকগমন করেন। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি নোয়াখালী জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর। আনন্দরামের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে এই কয়েকটি মাত্র ঘটনা ভিন্ন, আর কিছুই আমাদের নিকট প্রকাশিত নাই; অতএব অপরিসীম ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা সে সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলিতে অসমর্থ। অতঃপর, আনন্দরামের সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র কথা, যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাই বক্তব্য।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে বড়ুয়া মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরেজী-সংস্কৃত অভিধান, (Practical English-Sanskrit Dictionary) য়ুরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণ ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের মতে, "মৌলিক এবং অতীব কার্য্যোপযোগী"।

এই অভিধানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে (?) আর দুই খানি গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট হয়, যথা,—উচ্চতর সংস্কৃত ব্যাকরণ (Higher Sanskrit Grammar) এবং সংস্কৃত ভৌগোলিক নামাবলী ও তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ। বড়ুয়ার এই দুই গ্রন্থই মূল্যবান এবং মৌলিক। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ এখন পৃথক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐ ১৮৭৭ সালে বড়ুয়া মহাশয়, ভবভূতির "মহাবীরচরিতের" একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন এবং তাহার পর বৎসর তাঁহার "ভবভূতি বিষয়ক প্রবন্ধ" প্রকাশিত হয়। এই বৎসর (১৮৭৮ খৃঃ) বড়ুয়ার আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার নাম "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর সঙ্গী।" এই গ্রন্থে কাব্য সাহিত্যের অতি সমীচীন ও স্বাধীন সমালোচনা আছে। সে সমালোচনা বড়ুয়ার বিস্তৃত ও গভীর বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক।

শব্দশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও কাব্য, এই কয়েকটি বিষয়ে আনন্দরাম বড়ুয়ার স্বাভাবিক আসক্তি বলবতী ছিল এবং তৎকৃত গ্রন্থ সকলও ঐ সকল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

অনেক অপ্রকাশিত টীকা টীপ্পনীর সহিত অমরকোষের একটি সংস্করণ, তাঁহার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৬ সালে তাঁহার "ধাতুবৃত্তিসার" প্রকাশিত হয়। পরন্তু ১৮৮২ সালে তৎকৃত অলঙ্কার ও আলঙ্কারিক বিষয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

আমরা উপরে বলিতেছিলাম যে সাহিত্য-ভাণ্ডারে বড়ুয়া যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সংখ্যার হিসাবে তত অধিক নহে। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় সারবত্তায়, চিন্তাশীলতায় ও গবেষণায়, তাহা আদৌ অল্প নহে। পরন্তু, তদুৎপাদনে যে শ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা প্রভূত। ইংরাজ লেখক (Cecil Bendall) বলেন যে, গুরুতর সরকারী কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, দশ বার বৎসরের মধ্যে বড়ুয়া যে গ্রন্থরাশি উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা উৎপাদন করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক অবকাশযুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও বিংশতি বৎসর প্রয়োজন হয়।

অনেকেই জানেন, বড়ুয়া এক বিশ্বব্যাপী অভিধান প্রণয়ণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সে উদ্যোগও অতি মহৎ। দেশের সুদূর মফঃস্বল পল্লীসকল হইতেও উপকরণ সংগ্রহের আয়োজন হইতেছিল। বড়ুয়া জীবিত থাকিলে উক্ত অভিধান এতদিন অনেকদূর অগ্রসর হইত। কিন্তু হায়! সে আশা অঙ্কুরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বড়ুয়া যে বৃহৎ কার্য্যের কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। তাঁহার

অবর্ত্তমানে সে কার্য্যে আর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। আমরা ইত্যগ্রেই বলিতেছিলাম, আনন্দরাম বড়ুয়ার নায় ব্যক্তি নিত্য জন্মে না।

আমরা উপরে যাহা কিছু বিবৃত করিলাম, তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে আনন্দরাম বড়ুয়ার পাণ্ডিত্য, আমাদের এখানকার "বিশ্ববিদ্যালয়ী" পণ্ডিতদিগের ন্যায় পল্লবগ্রাহী ছিল না; প্রত্যুত, তাহা একদিকে যেমন পরিপক্ক অপরদিকে তেমনি পরিষ্কার ছিল। সেকালের গভীরতার সহিত একালের উজ্জ্বলতা, বড়ুয়া মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে সংযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার সমালোচনা প্রণালীর সমালোচনা করিয়া,—উপরোক্ত ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন ;—European editions of Sanskrit classics generally consist of texts with, occasionally, a few original explantory notes, and at best more or less meagre extracts from the great native commentators. Indian editors on the other hand do not really *elucidate* either text or commentary but compose a learned super-commentary which is often, as in the case of Taranatha on the Siddhanta-Kaumudi obscurer than the work professed to be explained. Vaduya takes a most useful middle course and without being carried away by the authority of Mallinath or even by that of Amarasingha or Panini explains both text and commentary.

ইহা এস্থলে অবশ্য বলা আবশ্যক যে আনন্দরাম বড়ুয়া তাঁহার গ্রন্থ সকল অনেকটা ইংরাজী ছাঁচে ঢালিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতে সংস্কৃতের য়ুরোপীয় ছাত্রগণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা হউক, তাহাতে দোষ কি? ইংরাজীতে এবং ইংরাজী ধরণে লিখিয়া, বড়ুয়া মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যেরইত গুণগান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, পরন্তু, তাঁহার গ্রন্থ সকল য়ুরোপীয়দিগের বোধগম্য হইতেই আজ তাহাদের কথা কেবল এক আধটু পৃথিবীতে প্রচারিত হইতেছে;

নতুবা স্বদেশের যেমন সাহিত্যানুরাগ, তাহাতে তাহাদের বিষয়ে কে খবর রাখিত ?

আনন্দরাম সম্বন্ধে উপরোক্ত লেখকের আর কয়েক ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করিব, —Evidently well-grounded in Panini, Vaduya brought to bear on the criticism of texts something of the spirit of what we understand by Classical scholarship. He neither discusses the old scholiasts and grammarians with the slavish obsequiousness of a mere follower of tradition, nor yet ignores them like the uninitiated foreign critic, but rather weighs one with another and adjusts the results by the standard of modern research.

আনন্দরাম বড়ুয়ার মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু সে ক্ষতি আমরা এ দেশীয় লোক অনুভব করিতেও অক্ষম—আমরা এমনি অমানুষ।— ঠাকুরদাস মুখার্জ্জী।

3. *Babu Nabin Chandra Sen*, M.A., আমার জীবন —৩য় ভাগ।

কুক চলিয়া গেলেন। নোয়াখালির একজন কালা সিবিলিয়ান-কালেক্টর হইয়া আসিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ঠিক সহপাঠী নহে, আমার সহ-অধ্যায়ী ছিলেন। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ইনি হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে বড় বন্ধুতা ছিল। বন্ধু একজন নামস্থ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। (মিঃ বড়ুয়া) একবৎসর মাত্র ইংলণ্ডে থাকিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ভিন্নদেশ-বাসী ব্রাহ্মণ, এবং সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিধাতা তাহাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে লইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইলেন। তিনি আফিসের কার্য্য দ্রুতহস্তে নিষ্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট সময় কেবল সংস্কৃত অভিধান

সংকলনে কাটাইতেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি, নাতি স্থূলকায়, তাঁহার স্বদেশীয় আকৃতি, প্রকৃতি শান্ত। তিনি এ পূর্ণ যৌবনেও অবিবাহিত··· ···নোয়াখালীর ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার খেয়াল হইল একটি সব-ডিভিজনের মত ক্ষুদ্র নোয়াখালী জেলা হইতে দুই তিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নোয়খালীর সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।····· নবীনচন্দ্র সেন।

4. *Address presented by the people of Noakhali to Mr. Borooah on his appointment as the Officiating Magistrate and Collector of that district.*

আবাহন

(১)

প্রকৃতির কিবা চারু বেশ,
করি আজি দরশন, বিমোহিত হয় মন,
আনন্দে পূরিত যেন হল এই দেশ;
হেরি ইহা নিত্য নিত্য, তাতে তো মজেনা চিত্ত,
আজি কেন এত হল মন-সন্নিবেশ?
অবশ্য কারণ তার রয়েছে বিশেষ।

(২)

আনন্দের শুভ আগমনে,
পুলকে পূরিল মন সফল হইল জীবন,
হেরিয়ে আনন্দময় আনন্দ-আননে;

কিন্তু আমি অভাগিনী, কত যে পাপে পাপিনী,
তুষিতে নারিনু তাঁরে প্রিয়-সম্ভাষণে ;
যথোচিত সমাদরে পরম যতনে।

(৩)

কতই মনেতে সাধ যায়,
দরিদ্রতা দুরাশয়, সে সাধের বাদী হয়,
আদর করিতে তারে না দিল আমায় ;
যে যত না আশা করে, দীনতায় সব হরে,
মনের বাসনা যত ক্ষণে লয় পায়,
সলিলের বিম্ব যথা সলিলে মিশায়।

(৪)

"আসিবে আনন্দ এইস্থানে"
একথাটি যেন কাণে, বাজিল বীণার তানে
শত শত ধন্যবাদ দিনু ভগবানে,
হরষিত হ'ল মন, অযোধ্যার প্রজাগণ,
যথা সুখী হয়েছিল রাম আগমনে,
বসাইয়ে রঘুবরে রত্ন সিংহাসনে।

(৫)

কিন্তু দুখিনীর ভাগ্যফলে !
হৃদয়েতে ভাবি যাহা, পারিনা করিতে তাহা
সদাই আমার বৃক্ষে বিষ ফল ফলে,
তুমি হেথা এলে পরে, মঙ্গল আচার করে,
লইবে তোমায় ঘরে সন্তান সকলে,
না মিটিল সেই আশা, পূরিল গরলে।

(৬)

তবু মনে মানেনা আমার,
তাতে এই ক্ষুদ্র হার, দিয়ে তোমা উপহার,
ভেবেছি মনের আশা করিব সুসার ;
যদিও এ তুচ্ছ হার নাহিকে সুবাস আর
অযোগ্য তোমার পক্ষে শত শত বার ;
করেতে ধরিতে লজ্জা হইবে তোমার।

(৭)

মনে ইহা ভাবিনু আবার,
যে যেমন শক্তি ধরে, সে তেমন যত্ন করে
ইহাতে অবজ্ঞা কেন হইবে তোমার ?
যদি দরিদ্রের ঘরে ধনী আগমন করে
করেনা কি সে দরিদ্র অতিথি সৎকার,
রক্তিম-তণ্ডুল কণা দিয়ে উপহার ?

(৮)

সে সাহসে করিয়ে নির্ভর,
এই অকিঞ্চিত হার, দিনু তোমা উপহার,
অবশ্য করিবে তুমি ইহার আদর,
পর কি না পর গলে, লইলে করকমলে,
আশার সুসারে সুখী হইবে অন্তর,
উথলিবে হৃদয়ের কামনা সাগর।

(৯)

কত যশ শুনেছি তোমার ;
যথা অমর নিকরে, জলধি মথন করে,
লভিল পীযূষরাশি সংসারের সার ;

তুমি দেব করে যত্ন, উপার্জ্জিলে বিদ্যারত্ন,
কত কষ্টে উতরিয়ে সাগর অপার,
সুধাকর সম, সুধা করিছ বিস্তার।

(১০)

পেয়ে তোমা আপনার ঘরে
উথলিছে অনিবার, আনন্দের পারাবার,
যেমন উজ্জ্বল সিন্ধু সুধাকর করে,
অথবা দরিদ্রজনে, ধনাঢ্যের আগমনে,
প্রচুর পাইব ভিক্ষা ভাবিয়া অন্তরে,
সতৃষ্ণ নয়নে থাকে কত আশা করে।

(১১)

আমি কাঙ্গালিনী সে প্রকার,
রহিয়াছি করে আশা, হইলে তোমার আসা,
করিবে আমার তুমি কত উপকার;
তাই বলি মতিমান, অধিনীর রেখ মান,
আমার অভাব রাশি নাশিয়ে এবার,
মম সম অভাগিনী নাহি দুটি আর।

(১২)

অভাগিনী কি বলিবে আর,
এ দুখিনী জরাজীর্ণা, বিবিধ বিষাদে শীর্ণা,
কেবল কঙ্কালমাত্র হইয়াছে সার;
যাতনার তীব্র বাণ, আকুল করেছে প্রাণ,
জ্বালায় জ্বলিত অঙ্গ হতেছে আবার!
ভাবেনা, স্বপনে কেহ দুর্দ্দশা আমার।

(১৩)

যথা বহ্নি ভূরুহকোটরে,
থেকে সেথা অনিবার, দহিছে ভূরুহ সার,
জ্বলিছে তেমন বহ্নি হৃদয় বিবরে ;
যত ঢালি অশ্রুজল, নিবে নাহি সে অনল,
প্রবল হইয়ে আরো দহে কলেবরে ;
নাজানি আমার দশা কি হইবে পরে।

(১৪)

কিংবা যথা তীক্ষ্ণ বিষধর,
মুষিক বিবরে গিয়ে, বিষফণা বিস্তারিয়ে,
দংশিয়ে বিষেতে অঙ্গ করে জর জর,
তেমন আমার কায়, সদা বিষে জ্বলে যায়,
কেমনে যাতনা আর সহি নিরন্তর,
কাঁদি দিবানিশি বসি, আকুল অন্তর।

(১৫)

শান্তি মম কিছুতেই নাই ;
যত যোগ্য পুত্রগণ, নহে সবে এক মন,
পরস্পর বিসংবাদ করিছে সবাই,
আমার যন্ত্রণা রাশি, দেখেনা দেখেনা আসি
তাহাতে যাতনা আরো মরমেতে পাই ;
নাহি সুখ কোনদিকে যেদিকে তাকাই।

(১৬)

কত বসি বুঝাই বিরলে ;
জন্মেছ রে এ জঠরে, এক স্তন পান করে,
মানুষ হয়েছ বাছা তোমরা সকলে ;

বাদ সেধে ভায়ে ভায়ে, কেন দুঃখ দেও মায়ে
মায়ের পরাণে তাহা, সহিব কিবলে ;
মিলে মিশে থাক সবে সদা কুতুহলে।

(১৭)

কেহ কথা শুনেনা আমার ;
তোমার সদয় মন, করে দুখ দরশন,
অবশ্য করিবে তারা যথা প্রতীকার ;
আশায় বেন্ধেছি বুক, পাইব অশেষ সুখ,
রবেনা রবেনা চিতে যাতনা আমার,
সিঞ্চিবে শান্তির জল হৃদয়ে এবার।

(১৮)

শান্তি সুখ বিধি দত্ত ধন ;
যেথানে শান্তির নদী, বহিতেছে নিরবধি,
সুখময় কত শস্য করে উৎপাদন ;
পশিলে তাহার জলে, কতরা সুফল ফলে,
সুখেতে সকলে করে অশন বসন ;
সুর পুর সম হয় সেস্থানে তখন।

(১৯)

উদিয়ে যেমন দিবাকরে,
করে তিমিরের নাশ, নিশাচর পায় ত্রাস,
কমলিনী হাসি শোভা করে সরোবরে ;
সেই মত দুষ্টজনে, শাস নিজ সুশাসনে,
শিষ্টজন হবে তবে সুখী নিরন্তর ;
ঘোষিবে তোমার যশঃ দিক দিগন্তর।

(২০)

কি বিশেষ বলিব হে আর ;
অভাগিনী প্রতি মন, থাকে যেন অনুক্ষণ,
দুখিনীর দুখরাশি ঘুচাও এবার ;
সুখী দীর্ঘজীবী হও, সতত সুপথে রও,
দিন দিন রাজোন্নতি হউক তোমার,
জগদীশ স্থানে এই প্রার্থনা আমার।

(২১)

ঈশ তার করুণ কল্যাণ ;
যিনি কৃপা করে মনে, ভারত সন্তানগণে,
উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিয়ে করেন সম্মান ;
জয় ভিক্টোরিয়া রাণী, দয়ার প্রতিমা খানি,
যিনি ভারতের সব সুখের নিদান,
সবে সমস্বরে কর তাঁর গুণ গান।

দুঃখিনী

নোয়াখালী।

APPENDIX VII.

ASSAMESE SONGS ABOUT MR. BOROOAH

৭। মিঃ বৰুৱাৰ বিষয়ে গীত।

গান—১

আজি কাৰ মধু স্মৃতিৰ পৰশে ঢালিছে শান্তি অমিয়াধাৰ ?
আজি জননীৰ চৰণ উদ্দেশি মিলিছে ক্ষুদ্ৰ হিয়া আমাৰ।
অতীজৰ বীণা উঠিছে বাজি,
বাণী বীণাপাণি উতলা আজি,
আজি শুভদিনে শুভ সম্মিলনে আনিছোঁ যতনে পূজাসম্ভাৰ,
আনন্দ, তোমাৰ মোহন মূৰতি আমি সকলোৱে কৰিছোঁ ধ্যান
তুমি জননীৰ প্ৰাণৰ পুতলি, নোহে কেউ আজি তোমা সমান।

* * * *

ধনৰ লালসে ছাতিলে ধৰণী আৰবি বিশ্ব উদাৰ প্ৰাণ,
ভাঙ্গিলে হিয়াৰ মধুৰ মুৰলী মহামানৱৰ মিলন গান।
এনে বিপাকত ভাৰতী জননী
বিনায় নীৰলে টুকি চকুপানী,
তোমাৰ পৰশে জীয়ালে দুনাই অমোঘ মন্ত্ৰ কৰিলে দান,
আনন্দ, তোমাৰ মোহন মূৰতি.....

* * * *

তাহানি কতনা জাহ্নবী-তীৰত বাজিলে শঙ্খ আৰতি গান,
মালিনীৰ মধু মৃদুল মলয়ে প্ৰেমৰ অমিয়া কৰিলে পান।
তাৰে এটি সোঁত উটি-বুৰি আহি
ফুলালে তোমাৰ হিয়াফুল পাহি,
দেখিলা জননী জগতমোহিনী সপিলোঁ হেঁপাহে আত্মা প্ৰাণ,
আনন্দ, তোমাৰ মোহন মূৰতি.....

তোমব কাবণে দূব-বিদেশত দুখুনী অসমে লভিছে স্থান,
তুমি জননীব জ্ঞানব সাবথি আন্ধাবত তুমি তবাসমান।
তোমাব প্রতিভা তোমাব জেউতি
লভিলে ধবাত অনন্ত খিয়াতি,
তোমাব স্মৃতিব গৌবব বান্ধোনে মিলে আজি চোৱা সবাবে প্রাণ,
আনন্দ, তোমাব মোহন মূবতি.....

শ্রীসূর্য্যকুমাব ভূঞা—"নিশালি"

গান—২

জ্ঞানব শলিতা অলাব কোনে ?
বিনায় জননী আনন্দ বিনে !
তেনে মহাজন ভাবতীভূষণ
দুনাই নোপজে আমাব গিনে।
সহিম কিদ্ধপে সংসাবভাব,
ধনদেৱতাব কোটি হাঁহাকাব ?
আমাব সাবথি মূবতি তোমাব,
ঢালা নব বল উৱলা প্রাণে।
মেলি ল'ম বুলি মন্দিবদ্বাব
আনিছোঁ পূজাব ষোড়শোপচাব,
সবল ভকতি যাচিছোঁ হিয়াব,
কবা কৃপা দেব কৰুণা দানে॥

শ্রীসূর্য্যকুমাব ভূঞা—"নিশালি"

APPENDIX VIII.

POSTSCRIPT

নতুন কথা

(1) Prof. S. K. Bhuyan's speech delivered at the 45th anniversary of the death of Mr. Anundoram Borooah, held on the 19th January 1934, at the Sudmersen Hall, Cotton College, Gauhati, under the auspices of the Assamese Students Literary Club.—

It is highly gratifying to see such a large concourse of students in this Hall coming to do honour to the memory of a great countryman of theirs, resisting the excitement of the season, connected with the Saraswati Puja and the termination of the Id festivals. This is as it should be, for reverence to the memory of the learned is the best form of homage paid to the Goddess of Learning. For some years past the name of Anundoram Borooah was gathering dust on the shelves of our memory. The students deserve our thanks for reviving the ideal of Mr. Borooah. We can safely conclude that they have learnt to adore their own great men. No one can have any quarrel with the great men of other lands, but it cannot be gainsaid that those nearer home are of practical significance in the shaping of our own lives, for the difficulties and disadvantages under which they labour are the common lot of us all. Placed as we are in an identical situation we learn the methods which have to be employed in surmounting our difficulties. The fact that a great man took his birth in our neighbourhood also brings us hope that such a great man can be born here again in future.

To me the details of Mr. Borooah's life have lost their charm and novelty ; they have become the common property of the nation, and the hand of the biographer has receded from the mind's eye. I shall point out only those features of his life which have an enduring message to the youths of our country. Thouugh born in a small village in North Gauhati, Mr. Borooah attained an international reputation as a Sanskritist. His life was a progressive one. He passed the Entrance Examination in the second division, stood sixth in the University in the I.A. (now I.Sc.-I.A.), third in the B.A., and first in the competitive Gilchrist Scholarship Examination. He crowned this series of unprecedented success by passing the I.C.S Examination with credit ; and all this within the space of less than six years. Having entered the I.C.S., Mr. Borooah embellished and supplemented his official labours by devotion to Sanskrit scholarship.

It is regrettable that no Assamese youth has been successful in the competitive examination for the I.C.S. since Mr. Borooah achieved his triumph sixty-three years ago. It does not indicate that Assamese students are deficient in natural abilities. A candidate getting 1035 marks is included among the successful, another getting 1000 is excluded from the I.C.S. This difference of 35 marks does not signify any deficiency of intellect. The surroundings and circumstances in which Assamese youths are born, brought up and trained, and the limited opportunities for acquiring the knack of getting high marks are mainly responsible for their failure. It is high time that an enquiry should be set on foot to investigate into the causes of the failure of Assaemse students in this line, and to suggest ways and means of educating them in the proper lines of approaching the competition. As for Mr. Borooah no body created the opportunities for him. His

success was the culminating factor of a long-sustained, rigorous and conscious preparation for reaching his goal. 'Rome was not built in a day', and no astounding achievement can be attained in a moment's dream.

This earnestness and concentration explain many singular facts of Mr. Borooah's life. At the age of twenty-six he commenced his three-volume English-Sanskrit Dictionary. The other original treatises and editions of ancient classics reveal how he dedicated his life to the cause of Sanskrit learning. He regarded marriage to be an impediment to a man who has fixed his heart on something great, specially in matters intellectual, which demand from him all his time, energy and devotion. In his commentary on Bhavabhuti's *Mahaviracharitam*, he has inserted a few autobiographical verses, in one of which he says, "—প্ৰিয়াৰণ্যেন ন বিদ্যাৰণ্যেনাৰণ্যদৰ্শিনা।" that is,—"It is written by one who looks upon the wilderness of learning as a real wilderness, and not the wilderness springing from the absence of a man's beloved." When some officious friend pressed him for marriage he would simply point to the array of books in his library, and say,—"This is the darling of my life demanding from me my best energy and attention".

This singleness of purpose enabled Mr. Borooah to carry on his scholarly pursuits in the face of arduous official duties. His mind was trained on strictly compartmental lines. The responsibilities of a Magistrate and Collector in those days were more strenuous than now. He was the Chairman of the Municipal and Local Boards, and decentralization had not yet come. Mr. Borooah maintained a perfect balance between his official pre-occupation and his zeal for Sanskrit learning. Sitting on his magisterial seat he wrote during the day,—"I have the honour to report to the Government that the

Municipal affairs of Noakhali are engaging my constant and serious attention. The sanitary arrangements are defective, and I may have the painful necessity of reporting the outbreak of a dangerous epidemic in no distant date." In the evening he found himself surrounded by his congerie of Pandits whom he maintained from his own pocket; it was then that he penned such masterpieces,—"To me, Sanskrit is dearer than any other language. Its music has charms which no words can express"; or such melodious verses as,—

যস্যামাদিকবিঃ পবিত্রচরিতং রামস্য দিব্যং ব্যধাৎ।
যস্যাশ্চিত্ররসা বিচিত্ররচনা বাভাতি কাদম্বরী॥
যা ভাষ্যে গহনাং ধিয়ং বিতনুতেঽভীষ্টং পরাং শাঙ্করে।
জীয়াৎ সাপ্রতিমং সমুজ্জ্বলতরা সংস্কারপূতা গিরা॥

This harmony between action and scholarship, between office files and manuscript folios, was the redeeming feature of Mr. Borooah's life, from which our countrymen should reap a beneficent lesson. It is regrettable to find that, in a majority of cases amongst our countrymen, entrance into life signalises the termination of cultural pursuits. Man does not live by bread alone, and unless we maintain a higher purpose, life becomes inane and fossilised in no time. Worldly-mindedness is an inseparable corollary of existence, but what if it be animated by a tinge of idealism? Mr. Borooah's observation on this subject can be quoted here,—"There are philosophers who see no good except in material comforts, and who would, if they could, put down with a high hand all classical studies. They forget that the mind is the seat of all pleasures, that there are purer and loftier pleasures than matter can afford, and that as long as man and mind are constituted as they now are, knowledge will ever

continue to be the most prolific source of human happiness." This ceaseless worship of learning which Mr. Borooah offered as homage to the superiority of mental pleasures was the guiding principle of his short and glorious life.

But, the activities of the mind are circumscribed by the body. In drawing upon the resources of his mind, Mr. Borooah exhausted the capacities of his physical frame, and unrelenting nature exacted an inevitable penaly. He took little exercise and diversion, and his contemporary Mr. Bolinarayan Borah wrote with regret, —"Mr. Borooah burnt his candle at both ends." Just imagine the possibilities which lay before him had he not died at the age of thirty-nine. Our stuudents whose occupation entails strenous engrossment in mental work will do well to note what Mr. Borooah should have done to ensure health and longevity with which he could have longer served his country and the cause of Sanskrit learning. Summarised.—*The Cottonian*, January 1935.

(২) আবাহন, কলিকতা, ১৮৬০ শক, পুহ, দশম বছৰ, প্ৰথম সংখ্যাৰ ৭০-৭২ পিঠিত শ্ৰীযুত বেহুধৰ শৰ্ম্মাদেৱে লিখা "ঐতিহাসিক আনন্দৰাম বৰুৱা" শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত এইখিনি কথা পোৱা যায়।—

"ভৌগোলিক নামৰ অৰ্থ নিৰ্ণয় কৰোঁতে আনন্দৰাম বৰুৱা ইমান চিকাচল্লা আছিল যে, উজনিৰ বংপুৰ নগৰখনো ভগদত্তৰ বংপুৰ নগৰৰ আৰ্হিত কৰা বুলিহে কৈছিল। তেওঁ বাণীগঞ্জত থাকোঁতে এদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৰেলৰ ষ্টেছন ৰবাকপুৰৰ পৰা এমাইল আতৰত থকা বেণ্ডেলীয়া গাৱঁলৈ ফুৰিবলৈ যায়। তাতে তেওঁ চাৰিটা মন্দিৰ পায়; তাৰে এঠাইত দুটি কবিতাৰ নিচিনা কেইশাৰীমান আখৰ লিখা আছিল। প্ৰথমটোৰ কেইশাৰী আনন্দৰামে পঢ়ি "ইংলিছমেন" কাকতত তাৰ পাঠ প্ৰকাশ কৰে।"

শ্রীযুত শর্ম্মাদেবে উক্ত প্রবন্ধত, বকবাব "প্রাচীন ভাবতব ভূগোল"ব পাতনিব পবা তলত লিখা কথাখিনি উদ্ধৃত কবি দিছে।—

"It is still more gratifying that my unprentious labours are thoroughly appreciated by European fellow-workers, and my views have already received a French exponent in the veteran scholar M. Felix Neve, Emeritus Professor in the University of Louvain, whose services to Sanskrit literature, although little known in conservative India, date from 1842 long before I was born."

সমাপ্ত